বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৫-২০১৬

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

নিরীক্ষা বছর : ২০১১ হতে ২০১৫ সাল

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	-
২	Abbreviations & Glossary	-
৩	প্রথম অধ্যায়	১-৬
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৬
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৭
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৭
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ এবং তৎপূর্ববর্তী সালের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ০৫/০৬/১৪২৭.....বঙ্গাব্দ
২০/০৯/২০২০.....খ্রিষ্টাব্দ

Abbreviations & Glossary

১.	Acceptance	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়
২.	BBLC	Back to Back LC	Back to Back LC এর মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে
৩.	BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম
৪.	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৫.	C.C (HYPO) সিসি হাইপো)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে
৬.	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন
৭.	Cost of Fund :	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund | Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না
৮.	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা
৯.	ECC (ইসিসি)	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিপূর্ব ঋণ সুবিধা
১০.	ETP (ইটিপি)	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়
১১.	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে
১২.	FBPN (এফবিপিএন)	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে
১৩.	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC (Account) খুলতে হয়
১৪.	FDBC	Foreign Document Bill Collection	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের পর ব্যাংক কর্তৃক ডকুমেন্টের ভিত্তিতে বিল সংগ্রহ করা হয়
১৫.	FDBP	Foreign Document Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের পর ব্যাংক কর্তৃক ডকুমেন্টের ভিত্তিতে যে বিল ক্রয় করা হয়
১৬.	FL	Funded liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:- সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসেবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
১৭.	FL/DL (ফোর্সড লোন/ ডিমান্ড লোন)	Forced Loan/ Demand Loan	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়
১৮.	IDCP (আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ
১৯.	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

২০.	LDBP	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ
২১.	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়
২২.	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ
২৩.	Non-funded liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমন:- ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়
২৪.	PAD (পিএডি)	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight (Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়
২৫.	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
২৬.	PSC (পিএসসি)	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
২৭.	অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়
২৮.	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়
২৯.	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ
৩০.	এনআই এ্যাক্ট- ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়
৩১.	ডাউন পেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়
৩২.	ডেফার্ড এলসি	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter
৩৩.	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক
৩৪.	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়
৩৫.	বন্ড	Bordereau	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী যাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) এর সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানির দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২—

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত (লক্ষ টাকায়)	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৪৩.৩৮	১০-১১
২.	মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা অনাদায়ে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৫৬.৯৯	১২-১৩
৩.	এক্সপোর্ট ক্যাশ ক্রেডিট (ইসিসি) ঋণের আওতায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্লেজ ও (হাইপোঃ) ঋণ প্রদান করা হয় এবং গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্রাহককে ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান করে পুনঃতফসিলকরণ করার পরও কিস্তি পরিশোধ ব্যর্থতায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৭৮৩.৬৬	১৪-১৫
৪.	খেলাপি গ্রাহককে বার বার সুবিধা প্রদান করেও জামানত ঘাটতি থাকা প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৯৮৪.৪৬	১৬-১৭
৫.	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বারবার রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্থানীয় বিবি এলসি প্রতিষ্ঠা এবং রপ্তানি করতে ব্যর্থতায় মেয়াদোত্তীর্ণ আইএফবিসি দায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আরোপিত ও অনারোপিত সুদসহ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৬৬.৫৭	১৮-১৯
৬.	ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে বারবার পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায়যোগ্য কিস্তির টাকা আদায় না করে সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৬৯৩.০৯	২০-২১
৭.	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও পিএডি ও পিসি ঋণ সমন্বয় না করে গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৫২০.৫৯	২২-২৩
৮.	সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন, ইসিজি ব্লকড দায় ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ছাড়াই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান আদায়ে ব্যর্থতায় সুদাসলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৭০৬.৩৪	২৪-২৫
৯.	মেয়াদোত্তীর্ণ (এফডিবিসি) রপ্তানি বিলের মূল্য আদায় না করায় এবং FOREIGN BILL LODGE হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৬৪.৪০	২৬-২৭
১০.	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং বার বার ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি	২৯৫৮.৫২	২৮-২৯
১১.	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ, সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৮৪০.০০	৩০-৩১
১২.	মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ব্যাংকের নামে বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২২৯৫.৩৪	৩২-৩৩
১৩.	অন্য ব্যাংকে সহযোগি প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ ঋণ এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের দায় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ছাড়পত্র ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদান, ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় ব্যাংকের টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৯৯২.২১	৩৪-৩৫
১৪.	মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৪৩২.৬৫	৩৬-৩৮
১৫.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড রিকভার না করে আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৭৪৩.৩৩	৩৯-৪০
১৬.	মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ ও এলটিআর দায় অনাদায়ি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৪৫৩.৫৩	৪১-৪২
১৭.	রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড পিএডির টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৪৫৮.৫৬	৪৩-৪৪

১৮.	ক্রয়কৃত Foreign documentary Bill (FDBP)-এর টাকা আদায়/সমন্বয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়/সমন্বয় না করায় সুদ সহ অনাদায়ি অর্থ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৮৯.৩২	৪৫-৪৬
১৯.	আমদানির বিপরীতে ডিমান্ড লোন প্রদান করায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ি অর্থ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৪২৭৯.৩৩	৪৭-৪৮
	সর্বমোট	২৬৬৬২.২৭	

(কথায়: ছাব্বিশ হাজার ছয়শত বাষট্টি দশমিক সাতাশ লক্ষ টাকা)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০১১ হতে ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সালের হিসাব।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	জনতা ব্যাংক লিঃ, ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা, আম্বরখানা, সিলেট	২০১৫ খ্রিঃ	০১/০৯/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
২.	জনতা ব্যাংক লিঃ, ছাতক শাখা, সুনামগঞ্জ	২০১৪ হতে ২০১৫ খ্রিঃ	২৯/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৩.	জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, মৌলভীবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা যথাক্রমে কর্পোরেট শাখা, কাজীরবাজার শাখা, ভানুগাছ শাখা, রাজনগর শাখা ও একাটুনা শাখা	২০১১ হতে ২০১৫ খ্রিঃ	১১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৪/০৭/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৪.	জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এর আওতাধীন মেডিকেল কলেজ রোড শাখা, দিনাজপুর	২০১১ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	০৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৫.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা	২০১৫ খ্রিঃ	০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৬.	জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২০১৩ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
৭.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ	২০১১ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	০৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
৮.	জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	২০১৩ হতে ২০১৫ খ্রিঃ	০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
৯.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এলিফ্যান্ট রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২০১৩ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
১০.	জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা	২০১৩ হতে ২০১৫ খ্রিঃ	১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
১১.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াপাড়া কর্পোরেট শাখা, যশোর	২০১৪ খ্রিঃ	০২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
১২.	জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এর আওতাধীন কবিরাজহাট শাখা, দিনাজপুর	২০১১ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	০৯/১১/২০১৫ হতে ১৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
১৩.	জনতা ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২০১২ হতে ২০১৪ খ্রিঃ	০৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ হতে
১৪.	জনতা ব্যাংক লিঃ, খান এ সবুর রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা	২০১৫ খ্রিঃ	১৪/২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৪/২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
১৫.	জনতা ব্যাংক লিঃ, এম কে রোড শাখা, যশোর	২০১৪ খ্রিঃ	১৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

- মহাপরিচালক, শিল্প,বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ০১

শিরোনাম : **প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৩.৩৮ লক্ষ (টাকা তেতাল্লিশ দশমিক আটত্রিশ লক্ষ)।**

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা, আম্বরখানা, সিলেট কার্যালয়ের ২০১৫ সালের হিসাব ০১/০৯/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স হোটেল নর্থ স্টার এর নিকট হতে প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৩,৩৮,৪৬১। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১" এ দেখানো হলো)

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স হোটেল নর্থ স্টারকে জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় স্মারক নং- ৫৪৩ তারিখ: ২১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৫.৫০% সুদে দীর্ঘমেয়াদে টাকা ২৫.৩৬৭ মিলিয়ন প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- উক্ত মঞ্জুরির বিপরীতে জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখার স্মারক নং- ৮১৫ তারিখ: ০২/০২/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ৩৫.০০ লক্ষ ঋণ বিতরণ করা হয়।
- প্রকল্পের কারিগরী মূল্যায়ন প্রকৌশলগত ডকুমেন্টস যাচাইয়ের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে নির্দেশনা থাকলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা মূল্যায়ন ও যাচাই করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- তদুপরি প্রকল্পের ৬টি কলাম Strangthening কাজ করতে গিয়ে উহা স্যাপটিক ট্যাংক এর সাথে সংযুক্ত বিধায় ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় Strangthening করা যাচ্ছে না। এতে প্রকল্পেরও কাজ সমাপ্ত করা যায়নি এবং অদ্যাবধি প্রকল্পটি সমাপ্ত করার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পর্যালোচনায় দেখা যায় যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তব যাচাই না করেই ব্যাংক প্রকল্প অনুমোদন ও ঋণ প্রদান করা হয়। প্রদানকৃত ঋণ আদায়েরও কোন তদারকি বা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এতে ঋণটি শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে উক্ত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- এছাড়া ঋণ মঞ্জুরিপত্রের নিম্নবর্ণিত শর্ত ছিল-
- প্রস্তাবিত প্রকল্প জমি উদ্যোক্তা ও অন্যান্য মালিকগণ কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে রেজিঃ মর্টগেজ প্রদান করতে হবে এবং তাদের গ্যারান্টিও নিতে হবে। উক্ত প্রকল্প জমি এবং এর উপর নির্মিত/নির্মিতব্য দালানাদি ও পুরকর্ম মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিঃ মর্টগেজমূলে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ব্যাংকের অনুকূলে এ মর্মে নিবন্ধন (রেজিস্টার্ড) অপরিবতনীয় আমমোক্তারনামা নিতে হবে যে, গ্রাহক (উদ্যোক্তা) সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করলে কোর্টের আশ্রয় ব্যতিরেকে ব্যাংক বন্ধকীকৃত জামানতসহ প্রকল্প পরিসম্পদদ্বয় দখলে নিতে অথবা বিক্রয় করতে পারবে।
- প্রকল্প ভূমির মালিকানা, চৌহদ্দি ও দখলস্বত্ব সম্পর্কে শাখা প্রধানকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।
- ৩০০.০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর মালিকদের ডিক্লারেশনসহ বন্ধকীতব্য সম্পত্তির মূল দলিল শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- কিন্তু ব্যাংকের শাখা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাদি নিশ্চিত না হয়েই ঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় বর্তমানে ঋণটি শ্রেণিকৃত ও মন্দঋণে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ।
- ঋণ আদায়ে তদারকির অভাব।
- কর্তৃপক্ষের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফলঃ

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৩.৩৮ লক্ষ (টাকা তেতাল্লিশ দশমিক আটত্রিশ লক্ষ)। এছাড়া যথাসময়ে পরিশোধিত ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণটি আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাবে মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে বলা হলেও প্রায় ২ (দুই) বছর ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- যথাযথ যাচাই বাছাই না করে প্রকল্প ঋণটি অনুমোদন ও ঋণ প্রদান করেও ঋণটি আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ ও তদারকির অভাবে উহা শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ০৪/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অতি সত্বর ঋণের অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম : মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণের ১৫৬.৯৯ লক্ষ (টাকা একশত ছাপ্পান্ন দশমিক নিরানব্বই লক্ষ) টাকা অনাদায়ে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, ছাতক শাখা, সুনামগঞ্জ এর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ২৯/০৪/২০১৬ হতে ১০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত, জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, মৌলভীবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা যথাক্রমে কর্পোরেট শাখা, কাজীরবাজার শাখা, ভানুগাছ শাখা, রাজনগর শাখা ও একাটুনা শাখা এর ২০১১ হতে ২০১৫ সালের হিসাব ১১/০৫/২০১৬ হতে ১৪/০৭/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত , জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এর আওতাধীন মেডিকেল কলেজ রোড শাখা, দিনাজপুর এর ২০১১ হতে ২০১৪ সালের হিসাব ০৯/১১/২০১৫ হতে ১৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের সিএল বিবরণী, ঋণের নথি, মঞ্জুরিপত্র, ঋণের হিসাব বিবরণী ও ঋণের নবায়নপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণের ১৫৬.৯৯ লক্ষ টাকা অনাদায়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ২(১-৮) এ দেখানো হলো।

ক) বিস্তারিত নিরীক্ষায় জনতা ব্যাংক লিঃ, ছাতক শাখা, সুনামগঞ্জ এর গ্রাহক মেসার্স আনিস এন্ড ব্রাদার্স এবং মের্সাস জয়নাল আবেদিন এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২ জন গ্রাহককে জুতার, পাথরের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ৫০% মার্জিনে, ১৫% সুদে ০১ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে শাখা ব্যবস্থাপকের ও এরিয়া অফিসের সুপারিশক্রমে এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের মঞ্জুরিক্রমে যথাক্রমে মেসার্স আনিস এন্ড ব্রাদার্সকে টাকা ২০.০০ লক্ষ, এবং মের্সাস জয়নাল আবেদিনকে টাকা ১৫.০০ লক্ষ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী ঋণের মেয়াদ পূর্তির অন্তত দুই মাস পূর্বে ঋণ নবায়নের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। অসন্তোষজনকভাবে পরিচালিত ঋণ হিসাবে ওভারডিউ ঋণের উপর ২% হারে দন্ড সুদ আদায় করতে হবে। গুদামের মজুদ মালামালের বীমা করতে হবে। গ্রাহকের ঋণ হিসাবে লেনদেন সন্তোষজনক হতে হবে।
- কিন্তু অত্র শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ মঞ্জুরির শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ গ্রহীতাগণ পূর্ববর্তী ঋণ নবায়নের পর ঋণের হিসাবে কোন টাকা লেনদেন করেনি এবং শাখা কর্তৃক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঋণ হিসাব দুটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়।
- ঋণের স্থিতি শূন্য না করে ঋণের স্থিতির উপর অর্থাৎ লিমিটের নীচে রেখে এবং ঋণ হিসাবগুলিতে কোন লেনদেন না করার পরও ঋণগুলি অনিয়মিতভাবে নবায়ন করা হচ্ছে। যা ঋণ মঞ্জুরি শর্তের পরিপন্থি এবং গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের শামিল।

খ) জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, মৌলভীবাজার এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা যথাক্রমে কর্পোরেট শাখা, কাজীর বাজার শাখা, ভানুগাছ শাখা, রাজনগর শাখা ও একাটুনা শাখাগুলোর গ্রাহকগণ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শ্রেণিকৃত ও সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণের দায় আদায় না করায় ব্যাংক টাকা ৬৮,৯০,৩৩৩ ক্ষতির সম্মুখীন।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উপরোক্ত শাখাগুলোর গ্রাহকগণকে এরিয়া অফিস মৌলভীবাজার এবং শাখা ব্যবস্থাপক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋণ মঞ্জুরির মাধ্যমে ১৫-১৬% সুদে এবং ৫০% মার্জিনে এক বৎসর মেয়াদে ব্যবসা পরিচালনার জন্য শাখা কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী ঋণের মেয়াদ পূর্তির অন্তত দুই মাস পূর্বে ঋণ নবায়নের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। অসন্তোষজনক ভাবে পরিচালিত ঋণ হিসাবে ওভারডিউ ঋণের উপর ২% হারে দন্ড সুদ আদায় করতে হবে। গুদামের মজুদ মালামালের বীমা করতে হবে। গ্রাহকের ঋণ হিসাবে লেনদেন সন্তোষজনক হতে হবে।
- কিন্তু শাখাসমূহ কর্তৃক উপরোক্ত ঋণ মঞ্জুরির শর্তাবলী যথাযথ ভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- শাখাসমূহ কর্তৃক সঠিক গ্রাহক নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি ও ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত ও সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়।

- শাখাসমূহ কর্তৃক ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর মজুদ মালামালের জন্য বীমা পলিসি নবায়ন করা হয়নি, যা ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঋণ মঞ্জুরির শর্তের পরিপন্থি।

গ) মেসার্স মিলন হাসকিং মিলকে প্রদত্ত সিসি (হাইপো) এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেয়াদোত্তীর্ণ ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার দীর্ঘদিন পরও প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষতি টাকা ৪৮,১০,৪৪০।
- নবায়ন মঞ্জুরিপত্র নং- ডিওআর/সিসি-দিমেক রোড শাখা (মিলন হাসকিং মিল)/১৬০/২০১৩/জিকে, তারিখঃ ০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স মিলন হাসকিং মিল, প্রোঃ মোঃ সামসুল আলম এর অনুকূলে ধান,চাল,গম ভুট্টা মিলিং ব্যবসার বিপরীতে ১৬% সুদে টাকা ৪০.০০ লক্ষ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের ৮নং শর্ত মোতাবেক ঋণের জামানত হিসেবে মজুদ মালামালের নিয়মিত ঘূর্ণায়ন ঋণ হিসাবে লেনদেন করার কথা, যা হয়নি। কিন্তু, পরবর্তীতে এ ক্ষেত্রে লেনদেন সন্তোষজনক না থাকা সত্ত্বেও পুনঃনবায়ন করা হয়েছে। খেলাপি পরবর্তী মাত্র টাকা ১৪,১৭,০০০ আদায় হয়েছে এবং বর্তমানে সুদাসলে টাকা ৪৮,১০,৪৪০ অনাদায়ি রয়েছে। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি মন্দ/কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ক, খ ও গ এবং বিশেষ নির্দেশনা ১ থেকে ৩৫ এর বিষয়ে ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখা প্রধানকে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরণের নির্দেশ থাকলেও শাখা প্রধান কর্তৃক তা পরিপালন করা হয়নি।
- মেয়াদোত্তীর্ণ ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার দীর্ঘদিন পরও প্রদত্ত সিসি (হাইপোঃ) ঋণের টাকা আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- লেনদেন সন্তোষজনক না থাকা সত্ত্বেও পুনঃনবায়ন করা ।

ফলাফলঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৫৬.৯৯ লক্ষ (টাকা এক শত ছাপ্পান্ন দশমিক নিরানব্বই লক্ষ) টাকা। এছাড়া ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে পরবর্তীতে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা হবে ।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাবে ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায়/সমন্বয় করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে মর্মে বলা হলেও দীর্ঘ প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঋণ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ৩১/০৮/২০১৬ ও ০২/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৮/০৬/২০১৬, ০৭/১১/২০১৬ এবং ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৬/১১/২০১৭ ও ০১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সত্বর ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনাম : এক্সপোর্ট ক্যাশ ক্রেডিট (ইসিসি) ঋণের আওতায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্লেজ ও হাইপো ঋণ প্রদান করা এবং গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান করে পুনঃতফসিলিকরণ করার পরও কিস্তি পরিশোধ ব্যর্থতায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৭৮৩.৬৬ লক্ষ (টাকা এক হাজার সাতশত তিরাশি দশমিক ছেষট্টি লক্ষ) টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ সনের হিসাব ০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ১৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণ কেস নথি, ঋণ স্টেটমেন্ট, করেসপনডেন্স ফাইল এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স প্রিন্স সী ফুডস (প্রাঃ) লিঃ কে এক্সপোর্ট ক্যাশ ক্রেডিট (ইসিসি) ঋণের আওতায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্লেজ ও হাইপো ঋণ প্রদান করা হলে প্লেজ এর সী ফুড অগ্নিকান্ডে ভস্মিভূত হয়ে যাওয়ায় গ্রাহককে ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় এবং তা গ্রহণে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে টাকা ১৭,৮৩,৬৬,২৫৫। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ইসিসি (Export Cash Credit), প্লেজ ও হাইপোথিকেশন ঋণের গ্রাহক মেসার্স প্রিন্স সী ফুডস্ (প্রাঃ) লিঃ, ৩৭, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা (ফ্যাক্টরীঃ চর রূপসা, খুলনা) এর কোল্ড স্টোরেজে অগ্নিকান্ডের ফলে গোডাউন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় টাকা ১২৬.৭৬ মিলিয়ন অর্থাৎ টাকা ১২,৬৭,৬০,০০০ ইসিসি ঋণ ৭% হার সুদে ব্লকড় ঋণে স্থানান্তরপূর্বক সর্বোচ্চ ৩৬ মাস (৩ বছর) মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে (২% রপ্তানি বিল+নিজস্ব উৎস হতে) পরিশোধের জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে মঞ্জুরি/ অনুমোদন দেয়া হয়। যার মঞ্জুরিপত্র নং- এফটিডি/প্রিন্স সী ফুডস্/পুনঃতফসিল/০২/১৪/২১ তারিখ: ০৩/১১/১৪ খ্রিঃ। এরূপ মঞ্জুরি/অনুমোদন প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিকান্ডে গোডাউন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ব্লকড় ঋণের সুবিধা প্রদান। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের ছ(১) নং শর্তানুযায়ী টাকা ১২৬.৭৬ মিলিয়ন এর ইসিসি (প্লেজ ও হাইপোঃ ব্লকড়) এর ২.৫% অর্থাৎ টাকা ৩.১৮৫ মিলিয়ন বা টাকা ৩১,৮৫,০০০ ডাউন পেমেন্ট আদায় স্বাপেক্ষে অনুমোদনপত্র কার্যকর হবে। "চ"নং শর্তানুযায়ী পরবর্তীতে প্রতি তিন মাস অন্তর টাকা ১২.২৩৮ মিলিয়ন/ টাকা ১,২২,৩৮,০০০ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে হবে। ঋণ স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩০/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ডাউন পেমেন্ট বাবদ টাকা ৩১,৮৫,০০০ আদায় করা হলেও পরবর্তী ত্রৈমাসিকে "চ" নং শর্তানুযায়ী গ্রাহক কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। ১১/৫/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৯ মাসে গ্রাহক মাত্র টাকা ২১,৪৮,২৫১ জমা দিয়েছেন যা পূর্ণ এক কিস্তির ৫ ভাগের এক ভাগও নয়। ফলে ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত গ্রাহক কর্তৃক পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্লকড় ঋণের সুবিধা বাতিল হয়ে যায় এবং ঋণটি শ্রেণিবিন্যাসিত বিএল (Bad & Loss) ঋণে পরিণত হয়। তার নিকট আসল ও সুদের পাওনা টাকার প্রায় ১২টি কিস্তি অনাদায়ি আছে। বর্তমানে তার নিকট এ মঞ্জুরিপত্রের বিপরীতে পাওনা ঋণ স্থিতি টাকা ১৩,৭৪,৯১,৯৬১ ।

- অন্যদিকে উক্ত গ্রাহকের অনুকূলে চলতি মূলধন হিসাবে ৩০/৯/২০১০ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুরিকৃত টাকা ১০,৮০,০০,০০০ এর ইসিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণ সীমার ৩০% টাকা ৩,২৪,০০,০০০ পৃথক করে ঋণ সুবিধা হিসেবে এক বছরের মর্টেরিয়ামসহ (Moratorium) পরবর্তী ৫ বছরে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মঞ্জুরি/অনুমোদন প্রদান করা হয়। ঋণটির বিপরীতে ধার্যকৃত ১১% সুদের মধ্যে ৮% গ্রাহক এবং বাকি ৩% বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে দাবির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। যার মঞ্জুরিপত্র নং- মআআ/এফটিডি/১০ তারিখ: ১৮/০২/২০১০ খ্রিঃ। আলোচ্য মঞ্জুরিপত্রের "ছ" নং শর্তানুযায়ী ১ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ পরবর্তী ৫ বছরে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে টাকা ২৮,২১,৮০০ হিসেবে গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে হবে এবং আদায়ে ব্যর্থ হলে সরকার প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার হবে। পাশাপাশি ঋণটি সাধারণ মেয়াদী ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। ১৮/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখ থেকে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতি তিন মাস অন্তর কিস্তি পরিশোধের কথা থাকলেও ১৮/০২/২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৯/৭/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় ৩০ মাসে ১০টি কিস্তি পরিশোধের কথা থাকলেও গ্রাহক তা পরিশোধ করেননি। এরপর ৩০/৬/২০১৩ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩০ মাসে গ্রাহক মাত্র ৬১,৮৪,০০০ টাকা জমা দিয়েছেন যা ৩ কিস্তিরও কম। তার নিকট আসল ও সুদের এখনও ১২ কিস্তির টাকা অনাদায়ি আছে। এক্ষেত্রেও গ্রাহক কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা পরিশোধে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণটিও শ্রেণিবিন্যাসিত বিএল (Bad & Loss) ঋণে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তার নিকট মোট পাওনা ঋণ স্থিতি টাকা ৪,০৮,৭৪,২৯৪। বর্ণিত ব্লকড় ও প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত দুটি ঋণই বিএল ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের সর্বমোট (১৩,৭৪,৯১,৯৬১+৪,০৮,৭৪,২৯৪)= ১৭,৮৩,৬৬,২৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আলোচ্য গ্রাহকের ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমানে বন্ধ আছে এবং স্টকে কোন মালামাল নেই।

- বর্ণিত ঋণ ২টির বিপরীতে ৫৮.৫০ শতক জমি তদুপরিস্থ ভবন যার মূল্য টাকা ৪,১৭,২৭,০০০ এবং প্লেজ মালামাল বাবদ টাকা ১৫,০০,০০,০০০ এর রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করা হয়েছিল। প্লেজ এর চিংড়ি আগুনে বিনষ্ট হয়েছিল যার বিপরীতে গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ এর সাথে বীমা করা হয়েছিল। বীমা দাবি করা হলেও তা এখনো আদায় করা হয়নি। প্লেজ এর চিংড়ি আগুনে বিনষ্ট হওয়ায় ব্যবসা বন্ধ থাকায় প্লেজ ও সিসি হিসাবে উল্লেখযোগ্য টাকা জমা হচ্ছে না। এতদসত্ত্বেও ঋণ আদায়ে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরির শর্ত নং- চ, ছ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ঋণ পুনঃতফসিল এর শর্তাবলী পরিপালন না করা।
- প্রদানকৃত ঋণ আদায়েরও কোন তদারকি বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৭৮৩.৬৬ লক্ষ (টাকা এক হাজার সাতশত তিরাশি দশমিক ছেষট্টি লক্ষ)। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের পরিশোধিত অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, "প্রিন্স সী ফুডস্ এর টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে" ।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাবে ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে বলা হলেও প্রায় ৩ (তিন) বছর ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি এবং ২৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণের সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনাম : খেলাপি গ্রাহককে বার বার সুবিধা প্রদান করেও জামানত ঘাটতি থাকা প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা ১৯৮৪.৪৬ লক্ষ (টাকা এক হাজার নয়শত চুরাশি দশমিক ছেচল্লিশ লক্ষ)।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৪ সালের হিসাব ৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শাখার প্রকল্প ঋণের গ্রাহক মেসার্স রজনী এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, অডিট আপত্তিকে আমলে না নিয়ে খেলাপি গ্রাহককে বার বার সুবিধা প্রদান করেও জামানত ঘাটতি থাকা প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্ভাবনা টাকা ১৯,৮৪,৪৫,৭৬৬। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৪" এ দেখানো হলো।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২১/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে টাকা ১,৬০,৭৬,০০০ প্রকল্প ঋণ অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে টাকা ১,৫৪,২৫,০০০ নির্ধারণ করে বাস্তবায়নকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। ৩০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি টাকা ২,১৩,০৮,০০০ তে বর্ধিত করে ৩১/১২/২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদনের পর গ্রাহক শর্ত মোতাবেক লেনদেন করতে না পারায় প্রধান কার্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট এর পত্র নং- জেবিএল/আইসিডি/রজনী এগ্রো ফুড ইন্ডাঃ/প্রকল্প ঋণ পুনঃতফসিল/২০১৩/৬৯২ তারিখ: ২৬/১২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের অনাদায়ি টাকা ৩,৩৮,১৯,০০০ এবং সিসি (হাইপো) ঋণের অনাদায়ি টাকা ৫,১৫,৬০,০০০ সহ মোট টাকা ৮,৫৩,৭৯,০০০ ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করত পরিশোধের মেয়াদ ৪ (চার) বছর বৃদ্ধি করে ৩১/১২/২০২০ খ্রিঃ নির্ধারণ, সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে অতিরিক্ত সহজামানত প্রদান থেকে অব্যাহতি এবং বিএমআরই ঋণের মঞ্জুরিকৃত টাকা ৫,৬৭,২০,০০০ এ পুনঃসংশোধনী অনুমোদন প্রদান করা হয়। মাসিক কিস্তিতে ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি দেয়ার শর্ত থাকলেও গ্রাহক লেনদেন না করায় পুনঃতফসিল কার্যকরী না হওয়ায় পত্র নং- জেবিএল/আইসিডি/রজনী এগ্রো ফুড ইন্ডাঃ/প্রকল্প ঋণ-২য় পুনঃতফসিল/২০১৪/৭৪৫, তারিখ: ০৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ বিএমআরই ঋণটি ২য় পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ১ম কিস্তি আদায় সেপ্টেম্বর/২০১৪ এর পরিবর্তে জুলাই/১৫ হতে আদায়যোগ্য ধরা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাহককে সিসি (হাইপো) ঋণের লিমিটের সীমাতিরিক্ত দায় টাকা ৮১,৮৫,০০০ সুদবিহীন ব্লকড সুবিধাও প্রদান করা হয় এবং পত্র নং- জেবিএল/আইসিডি/রজনী এগ্রো ফুড ইন্ডাঃ/এডহক সিসি (হাইপো)/২০১৪/৬১৪, তারিখ: ১৩/১০/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে খেলাপি গ্রাহককে পুনরায় টাকা ৩,০০,০০,০০০ এর এডহক সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- গ্রাহক খেলাপি হওয়ায় ২০১০-২০১১ খ্রিঃ সালে বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে গ্রাহকের নামে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর হতে টাকা ৬.৯২ কোটির আপত্তি উত্থাপন করা হয় যা সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের অডিট রিপোর্টভুক্ত তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে গ্রাহককে ঋণ বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা হয়, ফলে ব্যাংক অতিরিক্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- গ্রাহক বার বার খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উপরোক্ত উপায়ে শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক একাধিকবার সুবিধা প্রদান করে ঋণাংক বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র। অথচ দায় আদায় নিশ্চিতকরণের জন্য আনুপাতিক হারে সহজামানত বৃদ্ধি করা হয়নি।
- খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে দায় আদায়ে শুধু দীর্ঘসূত্রিতা করা হয়েছে মাত্র।
- গ্রাহককে সর্বশেষ বিএমআরই ঋণের ২য় পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পর হতে নিরীক্ষা পর্যন্ত শর্ত মোতাবেক কোন টাকাই জমা প্রদান করেনি।
- গ্রাহকের টাকা ১৯,৮৪,৪৫,৭৬৬ দায়ের বিপরীতে সহজামানত রয়েছে মাত্র টাকা ৫,৩৫,৬০,০০০ মূল্যের। ফলে ঋণটিতে মারাত্মক জামানত ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা।
- পুনঃতফসিলের শর্ত পরিপালন না করা।
- পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক সহজামানত সম্পত্তিতে মালিকের দখল, মালিকানার চেইন অব ডকুমেন্ট, সঠিক মূল্যায়ন, সহজামানতের মূল দলিল/কাগজপত্র শাখায় সংরক্ষণ করা হয়নি।

- পুনঃতফসিলের পরিশোধ সূচি অনুযায়ী ১ম কিস্তি বাবদ ২০,৭৪,০০০ টাকা জুলাই, ২০১৫ পরিশোধযোগ্য হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- পরিশোধ সূচি মোতাবেক পর পর ৩টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে, যা গ্রাহক কর্তৃক অনুসরণ করা হয়নি।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৯৮৪.৪৬ লক্ষ (টাকা এক হাজার নয় শত চুরাশি দশমিক ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা। এছাড়া যথাসময়ে অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পভূমি, স্থাপনা, মেশিনারিজের মোট মূল্য টাকা ১৫১৭.৯৬ লক্ষ ধরা হয়েছে। ব্লকড ঋণের মাসিক কিস্তি, বিএমআরই ঋণের ত্রৈমাসিক কিস্তি জুলাই/২০১৫ থেকে পরিশোধের জন্য গ্রাহককে বারবার তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিসি (হাইপোঃ) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধসহ ঋণসীমা নবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক ঋণ পরিশোধে এগিয়ে না আসলে দায় আদায়ে যথাশীঘ্র সম্ভব আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের জবাবেই গ্রাহক কর্তৃক ঋণ পরিশোধ না করার বিষয়টি স্বীকৃত। এছাড়া জবাবে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে এগিয়ে না আসলে দায় আদায়ে যথাশীঘ্র সম্ভব আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলা হলেও প্রায় ৩ বছর ১০ মাস অতিবাহিত হলেও দায় আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যাংক কর্তৃক নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি এবং ১৪/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিসত্বর গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম : **রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বারবার রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্থানীয় বিবি এলসি প্রতিষ্ঠা এবং রপ্তানি করতে ব্যর্থতায় মেয়াদোত্তীর্ণ আইএফবিসি দায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আরোপিত ও অনারোপিত সুদসহ অনাদায়জনিত টাকা ১৬৬.৫৭ লক্ষ (টাকা একশত ছেষট্টি দশমিক সাতান্ন লক্ষ) ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০১১ হতে ২০১৪ সালের এলসি রেজিস্টার রপ্তানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র ০৫/১০/২০১৫ হতে ২৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মেসার্স জাস কম্পোজিট লিমিটেড এর নামে পূর্ববর্তী রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক বারবার রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্থানীয় বিবি এলসি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া, রপ্তানি ঋণপত্রের অনুমোদন দেয়া হয়। গ্রাহক মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ মেয়াদোত্তীর্ণ আইএফবিসি দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি মার্কিন ডলার (৫২০০০+৪৭৮০০+১০০০০+১৫০০০+৬০৪০০) মোট মার্কিন ডলার ১,৮৫,২০০ হার ৭৭.৪৯, ৭৯.৮৯, ৭৭.৪৪, ৭৭.০৪ বাংলাদেশী মুদ্রায় টাকা ১,৪৪,৫৮,৬১৮ আরোপিত সুদ টাকা ১৫,৩৬,৬৬৮ অনারোপিত সুদ টাকা ৬,৬২,০০২ সহ মোট টাকা ১,৬৬,৫৭,২৮৮ ব্যাংকের ক্ষতি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- এলসি খোলার পূর্বে বিদেশী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয়ের ১০/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- সিসিডি-২/এমটিজেড/জাস কম্পোজিট/বিবি এলসি/নীতিগত অনুমোদন/১০ এর বিপরীতে বিবি এলসি স্থাপনের নীতিগত অনুমোদনপত্রের শর্ত নং- ১ থেকে ২৯ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- গ্রাহকের হিসাবে হালনাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট থাকা এবং কোন প্রকার শ্রেণিকৃত ও অনিয়মিত/ মেয়াদোত্তীর্ণ দায় না থাকা সাপেক্ষে অনুমোদন কার্যকর ছিল। আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রে বিবিএলসির জন্য নির্দেশিত শর্তাবলীর শর্ত নং- ৬ অনুযায়ী রপ্তানি ঋণপত্রের ৯০% এর অধিক অর্থায়ন করা যাবে না এবং গ্রাহকের অনুকূলে শর্ত সম্বলিত কনফার্মড/আনকনফার্মড আনরেস্টিকটেড ইরিভোকেবল এলসি হতে হবে।
- শাখা কর্তৃক রপ্তানি ঋণপত্রের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিবি এলসি স্থাপন করা হয়নি।
- গ্রাহকের ওভারডিউ দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিবি এলসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার লেটার নং- এফইপিডি (কম)/২০৪/২০০২-১৫৩৭ তারিখ: ১৩/০৬/২০০২ খ্রিঃ এবং প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- (রাআখা/আইডি/০২, তাং- ০১/৭/২০০২ খ্রিঃ মোতাবেক আমদানি বিলের মূল্য ডিউ ডেটে পরিশোধ করার নির্দেশনা রয়েছে। স্বীকৃত বিলের মূল্য পরিশোধ বিলম্ব হলে তার দায় দায়-দায়িত্ব শাখার উপর বর্তাবে।
- সময়মত রপ্তানি করতে ব্যর্থ মেয়াদোত্তীর্ণ IFBC দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে।
- মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর ৪টি রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মার্কিন ডলার (৫২০০০+৪৭৮০০+১০০০০+১৫০০০+৬০৪০০) ১,৮৫,২০০ বাংলাদেশী মুদ্রায় টাকা ১,৪৪,৫৮,৬১৮ আরোপিত সুদ টাকা ১৫,৩৬,৬৬৮ অনারোপিত সুদ টাকা ৬,৬২,০০২ সর্বমোট টাকা ১,৬৬,৫৭,২৮৮ আদায়/সমন্বয় না হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ১০/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং- ১০ মোতাবেক বিবিএলসি স্থাপনের শর্তাবলী পরিপালন না করা।
- পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক পিএডি দায় এর জন্য বন্ধকী কার্যাদি সম্পাদন ও দ্রুত সকল মেয়াদোত্তীর্ণ দায় সমন্বয়ের শর্ত থাকলেও তা পরিপালন না করা।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের ১৬৬.৫৭ লক্ষ (টাকা একশত ছেষট্টি দশমিক সাতান্ন লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি। এছাড়া রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না হওয়ায় ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেসার্স জাস কম্পোজিট লিঃ জনতা ব্যাংকের প্রকল্প ঋণের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সময়মতো মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্ঠ ডিমান্ড লোন ৩০/৯/২০১৫ খ্রিঃ

ত্রৈমাসিকে "বিএল" মানে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্তে যথাসময়ে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- স্থানীয় অফিসের জবাবে সৃষ্ঠ ডিমান্ড লোন ৩০/৯/২০১৫ খ্রিঃ ত্রৈমাসিকে "বিএল" মানে শ্রেণিকরণ করার স্বপক্ষে প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া জবাবে ব্যাংকের অর্থ আদায়ের জন্য যথাসময়ে মামলা দায়েরের কথা বলা হলেও প্রায় ৩ (তিন) বছর ১০ মাস অতিবাহিত হলেও দায় আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি অথবা গৃহীত আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ১৪/০৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা দায়ের করে ঋণের অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

শিরোনাম : **ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে বার বার পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায়যোগ্য কিস্তির টাকা আদায় না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৬৯৩.০৯ লক্ষ (টাকা এক হাজার ছয়শত তিরানব্বই দশমিক শূন্য নয় লক্ষ)।**

বিবরণ :

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের ঋণের সিএল বিবরণী ব্যাংক লেনদেন বিবরণী, মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের উৎপাদন চালু থাকলেও ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে বার বার পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায়যোগ্য কিস্তির টাকা আদায় না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৬৯৩.০৯ লক্ষ। বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স আসোয়াদ টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আনিসুর রহমান ভূঁইয়াকে ১০০% পপলিন ফেব্রিক্স ও ডেনিম কাপড় উৎপাদনের নিমিত্ত ২৭/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ১৬১ তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং- জেবিএল/এলও/আইসিডি/ আসোয়াদ/মঞ্জুরিপত্র /০১/১০ তাং- ১০/১১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৫ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৭ (সাত) বৎসর মেয়াদে টাকা ৯৫১.৭৬ লক্ষ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করতঃ ১৫/২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ২৫/৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ১ (এক) বছর বৃদ্ধিসহ ১ম কিস্তি জুন/২০১২ এর পরিবর্তে জুন/২০১৩ হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃবিন্যাস করা হয়। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে ২৩-০৩-২০১৪ তারিখের পত্র নং- জেবিএল/এলও/আশোয়াদ/মঞ্জুরিপত্র (পুনঃ সূচি)/ ০৩/১৪ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধের সময় জুন/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল করা হয়।
- একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা ও কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করার পরও এবং প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পত্র নং- জেবিএল/এলও/আশোয়াদ/মঞ্জুরিপত্র সিসি (হাইঃ)/০১/১৪ তাং- ৩০/৪/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩১/৩/২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদে কিস্তি (হার) ঋণ হিসেবে টাকা ৪০০.০০ লক্ষ মঞ্জুর করে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ঋণসীমা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। ফলে হিসাবটি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হয় ও প্রকল্প ঋণের অনাদায়ি অর্থসহ মোট টাকা ১৬৯৩.০৯ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত।
- এছাড়া প্রকল্পের বৈদেশিক মেশিনারি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করায় সরবরাহকারীর নিকট টাকা ৫,৮৩,৫২,০০০ এর উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর এসআরও নং- ১৮২ আইন/২০১২/৬৪০ মূসক/ তারিখ: ৭/৬/২০১২ খ্রিঃ এবং সেবা কোড S ০৩৭.০০ অনুযায়ী ৪% হারে ভ্যাট বাবদ টাকা ২৩,৩৪,০৮০.০০ এবং আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২/রুল-১৬ অনুযায়ী ৫% হারে টাকা ২৯,১৭,৬০০ উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার টাকা ৫২,৬১,৬৮০ রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- বারবার কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি এবং একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পরও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২ লংঘন করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত বারবার অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের না করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত আদায়যোগ্য কিস্তি পুনঃবিন্যাস করা।
- ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল করা।
- ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়া।

ফলাফলঃ

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৬৯৩.০৯ লক্ষ (টাকা এক হাজার ছয়শত তিরানব্বই দশমিক শূন্য নয় লক্ষ)। যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- শাখা প্রধানের সাথে ১৭/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনিয়মের বিষয়ে আলোচনা করা সত্ত্বেও জবাব প্রদান না করায় নিরীক্ষায় উত্থাপিত অনিয়মসমূহ স্বীকৃত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশ :

- গ্রাহকের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনাম : রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও পিএডি ও পিসি ঋণ সমন্বয় না করে গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫২০.৫৯ লক্ষ (টাকা পাঁচশত বিশ দশমিক উনষাট লক্ষ)।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে রপ্তানি বিভাগের ব্যাক টু ব্যাক ঋণের পত্র স্থাপন রেজিস্টার, নথি, পিসি রেজিস্টার, রপ্তানি চুক্তিপত্র/রপ্তানি এলসি এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও পিএডি ও পিসি ঋণ সমন্বয় না করে গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫২০.৫৯ লক্ষ। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৭" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স মার্কেন্টাইল ফ্যাশন লিঃ রপ্তানি এলসি নং- ২৫/০০৩৮৩ /১০০৬১১৮, তাং- ১১/০১/২০১৩ খ্রিঃ DC MAN ২/৩৭/২, ৩/৪/০৩ CI 20130000079702, তাং- ২৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ এবং ৯৭৬-০১-০৪২৭৮৫২, তাং- ২২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ মোট মূল্য মার্কিন ডলার ৩,৫৩,২৯৩ এর বিপরীতে শাখা কর্তৃক ১৬/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মার্কিন ডলার ২,২০,৮০০ এর ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু নথি এবং রেজিস্টার পাতা নং- ১৫ হতে দেখা যায় যে, ২১/৪/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬/৭/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মার্কিন ডলার ২,৫৭,৫১৩ এর ১৯টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়।
- উল্লিখিত রপ্তানি এলসির বিপরীতে ২,৫৭,৫১৩ মার্কিন ডলার এর ১৯টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয় যার বিপরীতে ৩,৫০,৭০৯ মার্কিন ডলার রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়। কিন্তু প্রত্যাবাসিত মূল্য দ্বারা পিএডি ও পিসি ঋণের দায় সমন্বয় না করে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ৯/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- বোর্ড/লেটার/১৪১৬/২০১৬ এর মাধ্যমে ডিমান্ড লোন টাকা ৩৭৮.৩০ লক্ষ ও পিসি ঋণ টাকা ৭০.৩০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৫ হতে আদায়যোগ্য ধরে ১২টি মাসিক সমকিস্তিতে পরিশোধের জন্য পুনঃতফসিলিকরণের অনুমোদন দেয়া হয়।
- পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পর শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে টাকা ৫২০.৫৯ লক্ষ ব্যাংকের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ:

- প্রত্যাবাসিত মূল্য দ্বারা পিএডি ও পিসি ঋণের দায় সমন্বয় না করা।
- ডিমান্ড লোন সৃষ্টিসহ পিসি ঋণ পুনঃতফসিল করা।
- ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫২০.৫৯ লক্ষ (টাকা পাঁচশত বিশ দশমিক উনষাট লক্ষ)।প্রদত্ত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ আদায়ের লক্ষে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন এবং পত্র মারফত তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ পত্র মারফত চূড়ান্ত তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ প্রত্যাবাসিত মূল্য দ্বারা ঋণের দায় সমন্বয় না করে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অনাদায়ি অর্থ আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৮

শিরোনাম : **সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন, ইসিজি ব্লকড দায় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ছাড়াই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান ও আদায় ব্যর্থতায় সুদাসলে টাকা ১৭০৬.৩৪ লক্ষ (টাকা এক হাজার সাতশত ছয় দশমিক চৌত্রিশ লক্ষ) ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ :

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এলিফ্যান্ট রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৪ সালের হিসাব ৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১০/০৯/২১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে লোন লেজার, বিবরণী, নথিপত্র, সুদ মওকুফ নীতিমালা নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন, ইসিজি ব্লকড দায় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ছাড়াই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থতায় সুদাসলে টাকা ১৭,০৬,৩৩,৫৫৯.৭৪ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি। বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত ট্যানারি শিল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা, বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর গত ১০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক্সিট পদ্ধতির আওতায় পত্র নং- ইইউ/এফআইসিডি/দি নিউ সাইকেল মার্ট/৪২/১৪, তারিখ: ২১/১২/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী মেসার্স এস,এস, ট্যানারী এর নামে সিসি ব্লকড হিসাবে ৩০/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পর হতে আর কোন সুদ হিসাব না করে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩ (তিন) বছরের মধ্যে টাকা ৬,২০,৮১,১৭৫.৩৫ আদায় সাপেক্ষে অনারোপিত সাধারণ ও দন্ড সুদের ১০০% বাবদ টাকা ৯,৪৯,১১,২৬৬ ব্যাংকের প্রচলিত শর্তসমূহ মেমোর অনুচ্ছেদ ২৯-এ বর্ণিত শর্তে মওকুফের অনুমোদন দেয়া হয়।
- এতে শর্ত ছিল সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের ৩ (তিন) বছরের মধ্যে ১২টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং গ্রাহকের নিকট থেকে অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক নিতে হবে।
- গ্রাহক ডাউন পেমেন্ট বাবদ টাকা ৪৭,৩২,৫০০ চেক প্রদান করেন কিন্তু গ্রাহকের হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় চেক নগদায়ন করে ঋণ হিসাবে জমা করা সম্ভব হয়নি। ফলে চেকের টাকা আদায়ের জন্য এনআই অ্যাক্ট মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে (মামলা নম্বর- ২৯৮৯/০৭, তারিখ: ২০/০৯/২০০৭ খ্রিঃ) মামলা করা হয়। যা আদালতে বিচারাধীন আছে। অনুরূপ ঘটনা ২০১৪ সালে সুদ মওকুফ সুবিধার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।
- ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ সূচি মোতাবেক ১ম কিস্তি টাকা ৫১,৭৩,৪৩২ পরিশোধের সময়সীমা ছিল ৩১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ। সমুদয় টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে।
- ২৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সুদ মওকুফের অনুমোদন পত্রের শর্ত ছিল পর পর ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল হবে, আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে কোন বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।
- স্মারক নং- ১৪, তারিখ: ২৩-১০-১৪ (প্র-৪) (ঘ) তে উল্লেখ আছে যে, প্রধান কার্যালয়ের আইসিডি কর্তৃক ০৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শনকালে ২৬ শতাংশ জমিটির মালিক মোঃ আব্দুর রহিম, মিসেস জামেলা খাতুনের দখলে নেই ও জমিটি শিকদার হাউজিং এর প্রাচীরের ভিতর অবস্থিত শিকদার গ্রুপের দখলে আছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
- কিছু সম্পত্তি অন্যদের দখলে থাকায় মালিকানা দাবি করায় আইনের মাধ্যমে ব্যাংকের পাওনা আদায় জটিলতর হয়ে পড়েছে।
- বন্ধক গ্রহণকালীন শাখা কর্তৃক মূল্যায়িত ১০৫০.০০ লক্ষ টাকা উল্লিখিত জমিতে কারখানা অবস্থিত। আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক টাকা ২০৫.২০ লক্ষ এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ৯০৫৫.৯০ লক্ষ টাকা ।
- জনতা ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয় গ্রাহকের ব্যবসা ও রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ।
- মূল ঋণ ড্রয়িং টাকা ৬,২১,৬০,৩১৬.২৭ অনারোপিত সুদ টাকা ৯,৪১,২৫,১৮৩.২৮ দন্ড সুদ টাকা ১,৪৩,৪৮,০৬০.১৯ অন্যান্য খরচ টাকা ৬,৬৫,০০০ মোট টাকা ১৭,১২,৯৮,৫৫৯.৭৪, তন্মধ্যে আদায় করা হয়েছে টাকা ৬,৬৫,০০০। অবশিষ্ট (১৭,১২,৯৮,৫৫৯.৭৪ - ৬,৬৫,০০০)= ১৭,০৬,৩৩,৫৫৯.৭৪ টাকা ব্যাংকের দায় রয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম জনাব এস,এম শরীফুল ইসলাম, এজিএম।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা।
- পুনঃতফসিলের শর্ত পরিপালন না করা।

- মর্টগেজকৃত সম্পত্তি গ্রাহকের দখলের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই ঋণ প্রদান।
- উল্লিখিত ঋণের বিপরীতে মোট অনাদায়ি স্থিতির পরিমাণ টাকা ১৭,০৬,৩৩,৫৫৯.৭৪ মনিটরিং এর অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণের দায় আদায় না হওয়া সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন

ফলাফল :

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৭০৬.৩৪ লক্ষ (টাকা এক হাজার সাত শত ছয় দশমিক চৌত্রিশ লক্ষ) টাকা। যথাসময়ে প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান না করায় অনিয়মের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করে অনিয়মিতভাবে ইসিজি ব্লকড দায় ডাউন পেমেন্ট ছাড়াই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান ও আদায় ব্যর্থতায় সুদাসলে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি এবং ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৯

শিরোনাম : মেয়াদোত্তীর্ণ (এফডিবিসি) রপ্তানি বিলের মূল্য আদায় না করায় এবং FOREIGN BILL LODGE হওয়ায় বাংলাদেশী মুদ্রায় টাকা ৬৪.৪০ লক্ষ (টাকা চৌষট্টি দশমিক চল্লিশ লক্ষ) ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জনতা ব্যাংক লিঃ, ২৩৪, এলিফ্যান্ট রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৪ সালের হিসাব ৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ১০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি বিল ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র, ডকুমেন্টস, আদায় বিবরণী নিরীক্ষাকালে প্রতীয়মান হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ (এফডিবিসি) রপ্তানি বিলের মূল্য আদায় না করায় এবং FOREIGN BILL LODGE হওয়ায় বাংলাদেশী মুদ্রায় টাকা ৬৪,৪০,০০০ ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- রপ্তানিকারক মেসার্স এলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল, ১৪৬, হাজারীবাগ, ঢাকা এর FDBC No/86 DATE 2/7/15 রপ্তানি এলসি নং- 5PCL0093W500S DATE 1/6/15, মোতাবেক ০৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদে বিনিময় হার টাকা ৭৭.৪০ মার্কিন ডলার ১৫০০০ বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১,৬১,০০০ টাকা রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়। কিন্তু রপ্তানি বিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন হয়নি।
- এছাড়া জননী লেদার Export FDBC/040/08 DATE 20/5/09 নুসরাত লেদার কমপ্লেক্স FDBC/00410G DATE 20/5/09 ও ভূঁইয়া লেদার Export FDBC/04910G শাখা হতে রপ্তানি বিল ক্রয় করা হলেও তথ্য ভিত্তিক প্রমাণক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্রমিক নং- (২) টাকা ২৪,৪৩,০০০ ক্রমিক নং- (৩) ৫,১৯,০০০ টাকা ক্রমিক নং- (৪) ২৩,১৭,০০০ টাকা FOREIGN BILL LODGE দেখানো হচ্ছে।
- Guidelines for Foreign Exchange Transaction (GFET) -2009, Vol-1, Chap-8, Para-3(c) অনুযায়ী রপ্তানির তারিখ হতে ০৪ মাসের মধ্যে রপ্তানিকারক কর্তৃক পূর্ণ রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন করা বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। ফরেন একচেঞ্জ ট্রানজেকশন আইন অনুযায়ি রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি কারক ও ব্যাংকের উভয়েরই সমান দায়িত্ব রয়েছে।
- দীর্ঘ ৬ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও Foreign Document Bill Collection (FDBC) মূল্য দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়নি।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ FDBC মূল্য প্রত্যাবাসন না করায় ৪ জন রপ্তানিকারকের নিকট ৬৪,৪০,০০০ টাকা ব্যাংকের পাওনা রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- উল্লিখিত ৪টি এফডিবিসি ঋণের বিপরীতে মোট অনাদায়ি স্থিতির পরিমাণ টাকা ৬৪,৪০,০০০ টাকা। মনিটরিং এর অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত অর্থ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।

ফলাফল :

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৬৪.৪০ লক্ষ (টাকা চৌষট্টি দশমিক চল্লিশ লক্ষ)। রপ্তানি বিলের মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংক তথা দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান না করায় অনিয়মের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ১৫/০৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৫—

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ী কর্মকর্তা অথবা রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতির সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উক্ত অনিয়মের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ মতিউর রহমান, এজিএম, জনাব এস এম আব্দুল্লা, এজিএম এবং এস এম শরীফুল ইসলাম, এজিএম।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম : প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং বার বার ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি টাকা ২৯৫৮.৫২ লক্ষ (টাকা দুই হজার নয়শত আটান্ন দশমিক বায়ান্ন লক্ষ)।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ খ্রিঃ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের ঋণের সিএল বিবরণী, ব্যাংকের লেনদেন বিবরণী এবং ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং বার বার ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৯৫৮.৫২ লক্ষ টাকা। বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স স্কাইনেট পাওয়ার কোং লিঃ কে ১০০% রপ্তানি মূল্য টেরী টাওয়েল ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য পত্র নং- এইচএইচ/জভকশ/শিল্প ঋণ/ স্কাইনেট পাওয়ার কোম্পানি/০৬ তাং- ২৫/৯/২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ঋণ ১২৮৮.২৬ লক্ষ টাকা ১ম কিস্তি জুন/২০০৮ হতে আদায়যোগ্য করে ৭ (সাত) বৎসর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। ২৭/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণ করা হয়।
- প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন/২০০৭ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে মেশিনারি স্থাপন করে উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন ও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় পত্র নং- জেবি/এইচও/ আইসিডি/ ফাআআ/ স্কাইনেট/২০০৮/৩৭৮ তাং- ১৫/০৬/২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন/২০০৯ নির্ধারণ করা হয়।
- বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পত্র নং- এজি/জভকশা/ শিল্প ঋণ-১/ স্কাইনেট পাওয়ার/ পুনঃতফসিল/ ১০ তাং- ১১/৫/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ২০১৩ এর পরিবর্তে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করে ঋণের ১ম কিস্তি জুন/২০১৯ হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে পত্র নং- আজম/জভকশা/শিল্প ঋণ-১/ স্কাই নেট পুনঃসূচি/১২, তাং- ১৬/০১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট বাবদ টাকা ১৪৭.৮৭ লক্ষ এর মধ্যে টাকা ৭৩.৯৪ লক্ষ বিভিন্ন সময়ে আদায়পূর্বক ঋণের মেয়াদ ৩০/৬/২০১৬ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে ঋণের ১ম কিস্তি ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০১/২০০৩ লংঘন করে পুনঃতফসিল করা হয়।
- গ্রাহকের আবেদন এবং শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৯/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ১১৪তম বোর্ড সভায় ২০% ডাউন পেমেন্ট জমাপূর্বক পুনঃতফসিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়। কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে ঋণের মেয়াদ ও কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি ও একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পরও প্রকল্পটি উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ /কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন টাকা ২৯৫৮.৫২ লক্ষ।

অনিয়মের কারণ:

- ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের নির্দেশ অমান্য করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০১/২০০৩ লংঘন করে পুনঃতফসিল করা হয়।
- গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করা হয়নি।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৯৫৮.৫২ লক্ষ (টাকা দুই হাজার নয় শত আটান্ন দশমিক বায়ান্ন লক্ষ) টাকা। পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

অডিটের মন্তব্য :

- ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় উত্থাপিত অনিয়মের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে ঋণের মেয়াদ ও কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি, একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পর প্রকল্পটি উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ /কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণের মেয়াদ ও কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধিসহ ঋণ অনাদায়ের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ, সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৮৪০.০০ লক্ষ (টাকা দুই হাজার আটশত চল্লিশ লক্ষ) টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের ঋণের সিএল বিবরণী, ব্যাংক লেনদেন বিবরণী ও মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ, সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৮৪০.০০ লক্ষ টাকা। বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স সিনার্জি টেক্সটাইল লিঃ কে ১০০% রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল মিল স্থাপনের লক্ষ্যে পত্র নং- জেবি/এইচও/ আইসিডি/ এডবিও/ সিনার্জি টেক্সটাইল/ ২০০৮/৬৫৪ তারিখ: ২৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১০৮৮.১৯ লক্ষ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য করে ৭ বৎসর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্র নং- সিসিডি-২/ সিনার্জি টেক্সটাইল/ এলআরসি/১০ তারিখ:৭/১২/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে গ্রেস পিরিয়ড ১ বৎসর বৃদ্ধি করে ৩০/৬/২০১০ খ্রিঃ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য করে কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে একইভাবে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্র নং- সিসিডি-২/ সিনার্জি টেক্সটাইল/ দৌহো/১০ তারিখ: ০১/৮/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর বৃদ্ধিপূর্বক ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য করে এবং পত্র নং- এসএমইডি/ সিনার্জি টেক্সটাইল/ দৌহো/১২ তারিখ: ১৩/৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর বৃদ্ধিপূর্বক ঋণের ১ম কিস্তি ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্রাহককে শাখা কর্তৃক একাধিকবার তাগিদপত্র এবং ৭/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের ২৮৪০.০০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- প্রকল্পে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করায় রপ্তানি ব্যর্থতায় পিএডি ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি ঋণের দায় টাকা ১,১১,৮৮,৯০৮ আদায় অনিশ্চিত।
- মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি ঋণের দায় ও প্রকল্প ঋণের দায়সহ মোট টাকা ২৮৪০.০০ লক্ষ ব্যাংকের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা।
- একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান এবং বারবার তাগিদপত্র দেয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থতায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা/ মামলা না করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৮৪০.০০ লক্ষ (টাকা দুই হাজার আট শত চল্লিশ লক্ষ) টাকা। পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

অডিটের মন্তব্য :

- ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় উত্থাপিত আপত্তির অনিয়মসমূহের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থতার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ব্যাংকের নামে বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২২৯৫.৩৪ লক্ষ (টাকা দুই হাজার দুইশত পঁচানব্বই দশমিক চৌত্রিশ লক্ষ)।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের ঋণের সিএল বিবরণী, গ্রাহকের লেনদেন বিবরণী, লোন কার্ড ও ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুসারে ব্যাংকের নামে বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২২৯৫.৩৪ লক্ষ টাকা। বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স নিশ্চিন্তপুর এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে ৯৬০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মিশ্র সার উৎপাদনের প্রকল্প নির্মাণের জন্য শাখার পত্র নং- মুর/জভকশা/ আইসিডি/ নিশ্চিন্তপুর এগ্রো/২০০৬/ তাং- ৩/১০/২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১০৯৭.১৭ লক্ষ ৭ (সাত) বৎসর মেয়াদে মঞ্জুর করত ২৫/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে প্রয়োজনীয় সমুদয় দলিলীকরণ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরই কেবল ঋণ বিতরণ করা হবে। কিন্তু দেখা যায় যে, বন্ধকী সম্পত্তি ব্যাংকের নামে রেজিস্টার্ড দলিল করা হয় ২৪/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে। অথচ মঞ্জুরির শর্ত ভঙ্গ করে প্রকল্পের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২৫/০৩/০৭ খ্রিঃ তারিখে। শাখার ২৯/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে আরও দেখা যায় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পত্র নং- এসএমইডি/ নিশ্চিন্তপুর এগ্রো/ দৌহো/১০/ তাং- ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে টাকা ৪০০.০০ লক্ষ এবং সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে টাকা ৮০০.০০ লক্ষ ১ (এক) বৎসর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় ১৫/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে ঋণটি নবায়ন করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত গ্রাহক হিসাব ২টিতে কোন লেনদেন করে নাই।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে গ্রাহক ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পত্র নং- সিসিডি-২ /সেন্ট্রাল ব্রান্স/ নিশ্চিন্তপুর এগ্রো/ এলআরসি/১০, তাং- ১৮/৪/২০১০ খ্রিঃ এবং পত্র নং- এজি/জভকশা/ শিল্প ঋণ-১/নিশ্চিন্তপুর এগ্রো/ প্রকল্প ঋণ পুনঃসূচি/১১, তাং- ৩১/৭/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়।
- বার বার ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও সিসি ঋণের বকেয়াসহ প্রকল্প ঋণের বকেয়া আদায় ব্যর্থ হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পত্র নং- এসএমইডি/ নিশ্চিন্তপুর এগ্রো/ পুনঃতফসিল/ দৌহো/১৪ তাং- ১১/০২/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের দায় টাকা ১৬০৭.২৯ লক্ষ, ১ম কিস্তি ডিসেম্বর/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে ৩১/১২/২০২০ খ্রিঃ মেয়াদে ২৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ সূচির ২য় পুনঃতফসিলকরণ এবং সিসি (হাঃ) ঋণ বকেয়া টাকা ৫৩৭.৯০ লক্ষ ও সিসি (প্লেজ) ঋণ টাকা ১১৬.১৩ লক্ষ একীভূত করে মোট টাকা ৬৫৫.৮৩ লক্ষ ১ম কিস্তি ডিসেম্বর/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়।
- পুনঃতফসিল ঋণের পরিশোধসূচি অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের ৬টি কিস্তি এবং সিসি ঋণের ১৬টি কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় গ্রাহক ঋণের কোন কিস্তিই পরিশোধ করে নাই। গ্রাহক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ায় এবং শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ২২৯৫.৩৪ লক্ষ ক্ষতি।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে প্রয়োজনীয় দলিলীকরণ সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ঋণ বিতরণ করা।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ করা।
- প্রকল্পটি উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সিসি (হাইপো) ও সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুর করা।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০১/২০০৩ এবং ১৫/১২ এর শর্ত নং- 3(b) লংঘন করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহকের প্রকল্প ও সিসি ঋণের হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ কু-ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের না করা।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ব্যাংকের নামে বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করে, বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২২৯৫.৩৪ লক্ষ (টাকা দুই হাজার দুইশত পচানব্বই দশমিক চৌত্রিশ লক্ষ) টাকা। পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

অডিটের মন্তব্য :

- ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় উত্থাপিত আপত্তির অনিয়মসমূহের বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ব্যাংকের নামে বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করে, বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থতার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৩

শিরোনাম : অন্য ব্যাংকে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ ঋণ এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের দায় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ছাড়পত্র ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদান, ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় ব্যাংকের টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৯৯২.২১ লক্ষ (টাকা এক হাজার নয়শত বিরানব্বই দশমিক একুশ লক্ষ) টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি রিপোর্ট, লেনদেন বিবরণী এবং ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অন্য ব্যাংকে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ ঋণ এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের দায় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ছাড়পত্র ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদান, ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় ব্যাংকের টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯৯২.২১ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স ঐশ্বর্য এগ্রো ফুডস প্রসেসিং লিঃ এর নামে সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় হতে ২৬/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ৭২০ এর মাধ্যমে টাকা ১৬.০৫ কোটি প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়ে গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রতন ফুডস লিঃ এর নামে খেলাপি মন্দ ঋণ রয়েছে। অত্র শাখা কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় হতে কোন প্রকার ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা কর্তৃক গ্রাহকের প্রস্তাব সুপারিশ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে ২৮/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২৪৩তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং- এসএমইডি/ ঐশ্বর্য এগ্রো/ প্রকল্প ঋণ/ দৌহো/১২ তাং- ১১/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ভিন্ন ঠিকানায় একই প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা ১১৯৯.৩৪৫ লক্ষ প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করত বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে পত্র নং- এসএমইডি/ ঐশ্বর্য এগ্রো ফুড/ প্রকল্প ঋণ/ দৌহো/১৩, তাং- ২০/৫/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সহযোগি প্রতিষ্ঠানের খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও ঋণসীমা টাকা ১১৯৯.৩৪৫ লক্ষ হতে বৃদ্ধি করে টাকা ১৩৭৮.৯৭ লক্ষ করা হয় যা ব্যাংক কোম্পানি আইনের পরিপন্থি।
- ফলে সোনালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়ে গ্রাহকের সহযোগি প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ /কু-ঋণ এবং একই ব্যাংকে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঐশ্বর্য এগ্রো ফুড প্রসেসিং লিঃ-এর নামে প্রকল্প ঋণের দায় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ছাড়পত্র/ না দাবী ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানের নামে ভিন্ন ঠিকানায় প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের টাকা ১৯৯২.২১ লক্ষ ক্ষতি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে প্রধান কার্যালয়ের যন্ত্র প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত দরপত্র অনুযায়ী স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং মূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে সরাসরি সরবরাহকারীকে পরিশোধের কথা থাকলেও দরপত্র ও পে-অর্ডার নথিতে পাওয়া যায়নি, যা মঞ্জুরিপত্রের শর্তের পরিপন্থি।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ এবং একই ব্যাংককে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঐশ্বর্য এগ্রো ফুড প্রসেসিং লিঃ-এর নামে প্রকল্প ঋণের দায় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ছাড়পত্র/ না দাবি ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানের নামে ভিন্ন ঠিকানায় প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৯৯২.২১ লক্ষ (টাকা এক হাজার নয়শত বিরানব্বই দশমিক একুশ লক্ষ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

অডিটের মন্তব্য :

- ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তির অনিয়মসমূহ স্বীকৃত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থতার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪

শিরোনাম : **মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৪৩২.৬৫ লক্ষ (টাকা দুই হাজার চারশত বত্রিশ দশমিক পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা।**

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের সিএল বিবরণী, ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন লেজার, ডিমান্ড লোন, পিএডি (বিবি) বিবরণী ও এতদসংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৪৩২.৬৫ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ১৪ (১-৩) এ দেখানো হলো।

ক) বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স জেড এস নীট ফেব্রিক্স লিঃ কে পত্র নং- এমএসইডি/জেডএস নীট/দৌহো/১১ তাং- ২৯/১২/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শুধুমাত্র রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার জন্য মার্কিন ডলার ১০,০০,০০০ সমমূল্য টাকা ৮.০০ কোটি মূল্যের বিবিএলসি নোশনাল লিমিট ৩০/১১/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে পত্র নং- এমএসইডি/ জেডএস নীট/ দৌহো/১৩ তাং- ৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩০/১১/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে এবং পত্র নং- জিএ/জেডএস নীট/ জভকশা/ শিল্প ঋণ-১/ পুনঃতফসিল/ এলআরসি/ ১৪ তাং- ২৩/৪/২০১৫ মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত দায় আদায় না করে ৩০/১১/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে অনিয়মিতভাবে নবায়ন সুবিধা দেওয়া হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ছিল কোনো অবস্থাতেই মঞ্জুরিকৃত নোশনাল লিমিটের অতিরিক্ত বিবিএলসি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু নথির ২০/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় পূর্বের পিএডি দায় এবং লিমিট অতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালে ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০১৪ সালের বিভিন্ন তারিখে গ্রাহকের হিসাবে ৬৭৪.৭২ লক্ষ পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করত আমদানি দায় পরিশোধ করা হয়। গ্রাহকের নিকট হতে সৃষ্ট পিএডি দায় আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে পত্র নং- এমএসইডি/ জেডএস নীট ফেব্রিক্স/ পুনঃতফসিল/ এলআরসি/১৪ তাং- ১১/১/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ডিমান্ড লোন টাকা ৬৭৫.৭২ লক্ষ এবং পিসি টাকা ৭১.৪৫ লক্ষ দীর্ঘ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়।
- বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের হিসাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করে দীর্ঘমেয়াদী পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পর ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুযোগ এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় টাকা ১৪৮.০৬ লক্ষ পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়।
- ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় পিএডি দায় সৃষ্টি এবং আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিমান্ড লোনসহ প্রকল্প সিসি ও কিস্তি ঋণের মোট ১৪৯৮.৬৮ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

খ) অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স ওয়েগা ডিজাইন ওয়ে লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- মেসার্স ওয়েগা ডিজাইন ওয়ে লিঃ কে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- এফটিডি/জেবিসিবি/ ওয়েগা ডিজাইন/ নোঃ লিঃ ও ইসিসির নবায়ন/৪০/১১, তাং ১৫/১২/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত গ্রাহকের নামে ৮.৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার সমমূল্য টাকা ৬.০০ কোটি বিবিএলসি নোশনাল লিমিট ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।
- ২০১২ সালে বিভিন্ন রপ্তানি এলসি/ চুক্তিপত্রের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়। রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসন না হওয়ার কারণে ৬/২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের হিসাবে ৩৪৮.২৯ লক্ষ টাকা পিএডি/ ডিমান্ড লোন (বিবি) সৃষ্টি করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি মূল্য পরিশোধ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক সময়মতো পিএডি দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পত্র নং- এফটিডি/ জেবিসিবি/ ওয়েগা ডিজাইন/ ডিমান্ড লোন- পুনঃ সূচি/১২/০৪, তাং- ৫/১২/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ৩৪৮.২৯ টাকার মধ্যে

টাকা ৪২.২৩ লক্ষ মেয়াদোত্তীর্ণ ডিএফ মানে শ্রেণিকৃত দায় থাকা সত্ত্বেও খেলাপি দায় আদায় না করে ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যতীত নিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলকরণ করা হয়।

- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে পুনঃতফসিলের পর কম্প্রোমাইজড অংকের (ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত) ন্যূনতম ৭.৫০% পরিশোধ না করা পর্যন্ত গ্রাহককে নতুন কোন ফান্ডেড ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে না।
- কিন্তু ২০১৩ সালে রপ্তানি ব্যর্থতায় গ্রাহকের হিসাবে ১২৩.১৭ লক্ষ টাকা পিএডি দায় সৃষ্টি করে বিবিএলসির মূল্য পরিশোধ করা হয়। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- শাখার ৫/৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে গ্রাহক মার্কিন ডলার ২৫.০০ লক্ষ রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক রপ্তানি করেছে ঠিকই কিন্তু রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- পত্র নং- ইউএফআইসিডি/ ওয়েগা ডিজাইন ওয়ে লিঃ/ এ-১০২/১৪ তাং- ২৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসিসি ঋণসহ ডিমান্ড লোনের টাকা ৪৭২.৮৯ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত।
- পুনঃতফসিলের শর্ত অমান্য করে নতুন করে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা গুরুতর অনিয়ম।
- পুনঃতফসিল ও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫/২০১২ অমান্য করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল করা হয়েছে। যা উক্ত আদেশর পরিপন্থি।
- জামানত অপেক্ষা দায় বেশি হওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।

গ) অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স এসএস ইন্টারন্যাশনাল (বিডি) কে রপ্তানি ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- এফটিডি/ জেবিসিবি/ এসএস ইন্টাঃ/ বিবিএলসি নীতিগত অনুমোদন/১১/২৪, তাং- ২৪/১০/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মঞ্জুরিপত্রের প্রধান শর্ত ছিল একটি রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে সন্তোষজনক রপ্তানি সম্পন্ন এবং মূল্য প্রত্যাবাসনে শাখার সন্তুষ্টির ভিত্তিতে পরবর্তী বিবিএলসি খুলতে হবে।

- নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানি ঋণপত্র নং- DORLA400718684, তাং- ২০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ মার্কিন ডলার ২,৪৫,০০০.০০ এর বিপরীতে মার্কিন ডলার ১,৮৩,৬৪৩.২৯ এর ১৬টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয় কিন্তু তৈরিকৃত পণ্যে AZO Dyies chemical পাওয়া যায় বিধায় ক্রেতা মাল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে উক্ত মাল স্টক লটে পরিণত হয়। ১৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড পিএডি/ ডিমান্ড লোন (বিবি) সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ের নীতিগত অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করে একটি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পূর্ণ না করা সত্ত্বেও এবং লিমিট বহির্ভূত প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত রপ্তানি ঋণপত্র ১২০৯৮৯৮ তাং- ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ মার্কিন ডলার ৩,১৩,৭৪৯ এর বিপরীতে মার্কিন ডলার ২,৭৭,৯১৮.২৪ এর ১১টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়। কিন্তু গ্রাহক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় বেনিফিসিয়ারীর ব্যাংকের তাগাদায় ১৫/১১/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৫/১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড পিএডি/ডিমান্ড লোন (বিবি) সৃষ্টি করে মেয়াদোত্তীর্ণ আইএফডিবিসি মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- অনুরূপভাবে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭.২২ লক্ষ টাকা পিএডি হিসাবে অনাদায়ি দায় থাকা সত্ত্বেও তা আমলে না নিয়ে শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে রপ্তানি এলসি নং- UTC/15062312-39, তাং- ২৩/৬/২০১৫ খ্রিঃ মার্কিন ডলার ৪,০৭,৫০০.০০ এর বিপরীতে মার্কিন ডলার ২,৪৭,৮২৪.০০ এর ১০/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৪টি এবং ২৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৩টি মোট ৭টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয় কিন্তু রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড/ পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আইএফডিবিসি দায় পরিশোধ করা হয়। ফলে পিসিসহ টাকা ৪৬১.০৮ লক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণঃ

- সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় পিএডি দায় সৃষ্টি এবং আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় পিএডি দায় সৃষ্টি এবং আদায়ে ব্যর্থ।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৪৩২.৬৫ লক্ষ (টাকা দুই হাজার চার শত বত্রিশ দশমিক ৬৫ লক্ষ) টাকা। পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো। অপরদিকে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংক তথা দেশ বৈদেশিক আয় থেকে বঞ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

অডিটের মন্তব্য :

- ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তির অনিয়মসমূহ স্বীকৃত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- ঋণ সংশ্লিষ্ট অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৫

শিরোনাম : অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড রিকভার না করে আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৪৩.৩৩ লক্ষ (টাকা সাতশত তেতাল্লিশ দশমিক তেত্রিশ লক্ষ)।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াপাড়া কর্পোরেট শাখা, যশোর-এর ২০১৪ সালের হিসাব ০২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের সিএল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী, ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি, অবলোপন, পুনঃতফসিল এবং সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড রিকভার না করে আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৪৩.৩৩ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ১৫ (১-২) এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়,

ক) জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স গুডম্যান ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- মেসার্স গুডম্যান ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কে পত্র নং- এজিএম/মুর/ শিল্প/ জভকশা/ গুডম্যান-২১০ (০১)/২০০১, তাং- ১৩/৫/২০০১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ৮৬৩.৫৪ লক্ষ প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করত টাকা ৭৬৫.৫০ লক্ষ বিতরণ করা হয়। গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১৩/১১/২০০৮ খ্রিঃ এবং ৬/৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল করা হয়।
- পুনঃতফসিলকরণের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গ্রাহকের আবেদন এবং শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৯/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬৩তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং- এন্ড ইউজ এফআইসিডি/জভকশা/ গুডম্যান/ জা-১৫/১৩, তাং- ১৩/৫/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যাংকিং অনুবিভাগের পত্র নং- অম/অবি/ ব্যাংকিং/ প্রশা-১/ বিবিধ-১০/২০০১ (অংশ-১)/৬৭ তাং- ১২/২/২০০৮ খ্রিঃ অমান্য করে কষ্ট অব ফান্ড টাকা ৩৮৮.৮০ লক্ষ ঘাটতি রেখে ৬ মাসের মধ্যে তিনটি কিস্তি মওকুফোত্তর টাকা ১১,৮৪,৩১,০৭৫ পরিশোধ সাপেক্ষে মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ১৫/১/০২ - ৩০/১২/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত আয় খাতে আরোপিত টাকা ১২,৪২,২৯,৬২৩ এর ৫৯.২২% হারে টাকা ৭,৩৫,৬৪,৭২৩ মওকুফসহ পুনঃতফসিল করা হয়।
- সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ৬ মাসের মধ্যে ৩টি কিস্তিতে মওকুফোত্তর দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮৭তম, ১২/৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১০তম, ০৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪৫তম এবং ৮/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৮৩তম বোর্ড সভায় ৯/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬৩তম বোর্ড সভার শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরও ব্যাংকের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০১/২০০৩ এবং ১৫/২০১২ বার বার লংঘন করে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

খ) জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াপাড়া কর্পোরেট শাখা, যশোর এর গ্রাহক মেসার্স লিজা ব্রিকস এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- ব্যাংকের এই শাখা কর্তৃক সিসি (হাইপোঃ) ঋণ গ্রহীতা মেসার্স লিজা ব্রিকস ঋণ হিসাব নং- ১১৯ কে ১৮/১২/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে ৭০০০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ৩০/০৯/১৯৯৭ খ্রিঃ। নির্ধারিত মেয়াদে পরিশোধ না করায় ৩০/০৯/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখ হতে শ্রেণিবিন্যাসিত কু-ঋণে পরিণত হয়। ঋণ গ্রহীতার সর্বশেষ ২৯/০৩/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৪০,০০০ ড্রইংসহ মূল ঋণ ড্রইং টাকা ৬,৯৮,৮৬৬ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখে সুদসহ মোট ঋণ স্থিতি হয় টাকা ৭,২৯,০১৩। ঋণ গ্রহীতার সুদ মওকুফের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় এর স্মারক নং- জ:ব্যা:/প্র:কা:/ঢাকা/লিজা ব্রিকস/নওয়াপাড়া/১৪ তারিখ: ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী ৬টি সম মাসিক কিস্তিতে টাকা ৫,০০,০০০ পরিশোধ করতে বলা হয়। কিন্তু Cost of fund (স্যাডো হিসাব বিবরণী) অনুযায়ী ১৭/১২/১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নূন্যতম ১০% Cost of fund rate অনুসারে পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ হয় টাকা (১০,৩৫,২৭৫ টাকা + মূলঋণ ড্রইং ৬,৯৮,৮৬৬)=১৭,৩৪,১৪১ টাকা, Cost of fund recovery নিশ্চিত বিবেচনা করে সুদ মওকুফ করায় মোট আদায়যোগ্য বা আদায় হবে টাকা (৫,০০,০০ + সুদ মওকুফ অনুমোদনের পূর্বে আদায় ৪,৬৫,২১৬)=টাকা ৯,৬৫,২১৬। ফলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হবে (১৭,৩৪,১৪১ - ৯,৬৫,২১৬)=টাকা ৭,৬৮,৯২৫।

- উল্লেখ্য লোন মঞ্জুরিপত্রে লিজা ব্রিকর্স ফিল্ডের উৎপাদিত ইটসহ বিবিধ সরঞ্জামাদি ব্যাংকের নিকট জামানত বা হাইপোথিকেশন থাকবে এবং সহায়ক জামানতের বা সম্পদের মূল্য প্রকৌশলী কর্তৃক দেখানো হয়েছে টাকা ৪৮.৫৭ লক্ষ এবং ব্যাংক শাখা কর্তৃক দেখানো হয়েছে টাকা ১৯.১১ লক্ষ। সে প্রেক্ষিতে ঋণ আদায়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা আদায় করা সম্ভব হতো। অতএব অনিয়মিতভাবে Cost of fund recovery নিশ্চিত না করে সুদ মওকুফ করা ঠিক হয়নি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, প্রশা-১ শাখার স্মারক নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০০৭ তারিখ: ২৯/০৬/২০০৬ খ্রিঃ এর বিষয়ে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার সূচিকরণ এর অনু ০১ ও ০২ এ বলা হয়েছে প্রচলিত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে Cost of fund recovery নিশ্চিত করেই সুদ মওকুফের সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু "ক" ও "খ" এর ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অমান্য করে কষ্ট অব ফান্ড রিকভার না করেই সুদ মওকুফ করা হয়েছে, যা উক্ত আদেশের পরিপন্থি।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলী অনুসরণ না করে ঋণ বিতরণ করা।
- সুদ মওকুফের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল প্রদান করা।
- যথাযথভাবে তদারকি না করা।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সর্বমোট টাকা ৭৪৩.৩৩ লক্ষ (সাত শত তেতাল্লিশ দশমিক তেত্রিশ লক্ষ)। এছাড়া পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের সুদ মওকুফ নীতিমালা মোতাবেক প্রেরিত প্রস্তাব প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা প্রতিপালন না করে ১০ % Cost of fund recovery নিশ্চিত না করে সুদ মওকুফ এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঋণের অর্থ আদায়ের বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ এবং ১৬/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি এবং ২৫/১০/২০১৬ এবং ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ এবং ০১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ ও পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব-নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৬

শিরোনাম : মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ ও এলটিআর দায় অনাদায়ি ৪৫৩.৫৩ লক্ষ (টাকা চারশত তিপ্পান্ন দশমিক তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা- এর ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ এবং জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর ও তার আওতাধীন কবিরাজহাট শাখা এর ২০১১-২০১৪ সালের হিসাব ০৯/১১/২০১৫ হতে ১৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের ঋণের সিএল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী, এবং ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ) ও এলটিআর দায় অনাদায়ি ৪৫৩.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ১৬(১-৩) এ দেখানো হলো।

ক) বিস্তারিত নিরীক্ষায় জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স টাইকুন উইভিং লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- মেসার্স টাইকুন উইভিং লিঃ কে ১৫/৪/০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৬তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং- এজিএম/ আরসিডি-২/ টাইকুন উইভিং/ সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ/আকা/২২৪/০৯, তাং- ২৬/৪/০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পের চলতি মূলধন হিসাবে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ ৩১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহকের টার্নওভার শূন্য থাকা সত্ত্বেও পত্র নং- এজিএম/আরসিডি-২/ জনতা/ ভবন কর্পোঃ/ টাইকুন উইভিং/১০, তাং- ১১/৬/২০১০ এর মাধ্যমে ঋণসীমা ১৫০.০০ লক্ষ হতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করে ৩১/০১/২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- অনুরূপভাবে পত্র নং- এজি/জভকশা/ শিল্প ঋণ-১/ টাইকুন উইভিং/ এমদাদ/২০১১, তাং- ২৪/১/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩১/১/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে, পত্র নং- এএস/এজিএম/আরসিডি-২/ জনতা ভবন কর্পোঃ/ টাইকুন উইভিং/২০১২, তাং- ৮/১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩১/১/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে, পত্র নং- এএস/ এজিএম/ আরসিডি-২/ জনতা ভবন কর্পোঃ/ টাইকুন উইভিং/৫৬/ ২০১৩, তাং- ৬/২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩১/১/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে এবং সর্বশেষ পত্র নং- এএস/ এজিএম/ আরসিডি-২/ জনতা ভবন কর্পোঃ/ টাইকুন উইভিং/২১৯/২০১৪, তাং- ২৫/৫/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টার্নওভার সন্তোষজনক নহে এবং লিমিট অতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ওভারডিউ দায় আদায় না করে অনিয়মিতভাবে বার বার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ি ৩৬৮.২৩ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। টার্নওভার শূন্য থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণসীমা বর্ধিত করা হয়েছে।
- টার্নওভার সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও বার বার নবায়ন সুবিধা প্রদানের পরও ব্যাংকের দায় আদায় করতে না পারায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি।

খ) একই শাখার গ্রাহক মেসার্স অরনেট কনজিউমার প্রোডাক্ট লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- মেসার্স অরনেট কনজিউমার প্রোডাক্ট লিঃ কে ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য গ্রাহকের আবেদন এবং শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- এফটিডি/ এফকে/ অরনেট লিমিট/০৩ ও এলটিআর-০২/০৯, তারিখ : ১৯/১০/২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০০.০০ লক্ষ টাকা এলসি লিমিট এবং ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এলটিআর লিমিট ৩১/০৮/২০১০ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক গ্রাহক বিদেশ হতে এলসি নং- ০১৩২১০০১০০৮৫ এর মাধ্যমে মার্কিন ডলার ১৪৮৪০৪.৩১ সমপরিমাণ ৯৩,১০,৯৮৮ টাকায় মোট ৫১১.৪৫ মে.টন চাল, গম, পামওয়েল আমদানি করে। উক্ত মালামাল বন্দর হতে ছাড়করণের নিমিত্তে ৯০ দিন মেয়াদে গ্রাহকের হিসাবে ৪/৩/২০১০ খ্রিঃ এবং ১৫/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২টি এলটিআর (১০৯০০৪২৯২ এবং ১০৯০০৪৩০৩) সৃষ্টি করে মাল ছাড়করণ করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয় লব্দ অর্থ দ্বারা এলটিআর দায় সমন্বয় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হয়। ফলে এলটিআর দায় অনাদায়ি ৫৯.৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- গ্রাহক ১৯/৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অত্র শাখায় একটি চলতি হিসাব খোলেন, যার হিসাব নং- ০০১০২১০৯৫। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যবসার অভিজ্ঞতা যাচাই না করে একজন নতুন অনভিজ্ঞ, গ্রাহককে এলটিআর সুবিধা দেয়া হয়েছে।

- এলটিআর দায় মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ কু ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি।

গ) জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর ও আওতাধীন কবিরাজহাট শাখার গ্রাহক মেসার্স আল মদিনা হাসকিং মিলস এবং মেসার্স আব্দুল হাই হাসকিং মিল এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- মেসার্স আল মদিনা হাসকিং মিলস্, ঋণ হিসাব নং-০৮৩ এবং মেসার্স আব্দুল হাই হাসকিং মিল, ঋণ হিসাব নং-০৪০ যথাক্রমে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এবং ৩১/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পর উক্ত ঋণ হিসাব দুটিতে অদ্যাবধি মোট টাকা (৮,৬৩,৭৮৯ + ১৭,০২,৩১৩)= টাকা ২৫,৬৬,১০২ অনাদায়ি রয়েছে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণের দীর্ঘ প্রায় ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হবার পরও ঋণ হিসাব দুটি নবায়ন কিংবা শ্রেণিকরণ করা হয়নি। এমনকি ক্রমিক নং-০১ ঋণ হিসাবে বর্তমানে সীমাতিরিক্ত স্থিতি দাড়িয়েছে এবং ঋণ দুটিতে যথারীতি সুদ আরোপ করে তা ব্যাংকের আয় খাতে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা ব্যাংক বিধিমালারও পরিপন্থি ।
- উল্লেখ্য যে, ঋণ হিসাব শ্রেণিকরণের নিয়মানুযায়ী সিসি ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণের ১৮০ দিন অতিবাহিত হলেই শ্রেণিকৃত মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, যা না করে ঋণ গ্রহীতাগণকে নিয়মিত ঋণ হিসাবের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, যা কাম্য নয়।

অনিয়মের কারণ:

- টার্নওভার শূন্য থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণসীমা বর্ধিত, বার বার নবায়ন সুবিধা প্রদানের পরও ব্যাংকের দায় আদায় করতে না পারায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- মঞ্জুরিপত্রের এলটিআর এর বিশেষ শর্ত ৮ (খ) মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয়লব্দ অর্থ দ্বারা এলটিআর দায় সমন্বয় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- মেয়াদ উত্তীর্ণের দীর্ঘ প্রায় ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হবার পরও ঋণ হিসাব দুটি নবায়ন কিংবা শ্রেণিকরণ করা হয়নি। এমনকি ঋণ হিসাবে বর্তমানে সীমাতিরিক্ত স্থিতি দাড়িয়েছে এবং ঋণ দুটিতে যথারীতি সুদ আরোপ করে তা ব্যাংকের আয় খাতে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা ব্যাংক বিধিমালারও পরিপন্থি। ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তদারকির অভাব।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের ৪৫৩.৫৩ লক্ষ (টাকা চারশত তিপ্পান্ন দশমিক তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি। এছাড়া পরিশোধিত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- (ক ও খ) গ্রাহকের অনিয়মের বিষয়ে ২২/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত, মৌখিকভাবে এবং ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করা সত্ত্বেও জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- (গ) শ্রেণিকরণ করে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- (ক ও খ) শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করার পর জবাব প্রদান না করায় উত্থাপিত আপত্তির অনিয়মসমূহের বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
- (গ) জবাবে শ্রেণিকরণ করে জানানো হবে বলে মন্তব্য করা হলেও প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঋণ আদায়ে কি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৭/২০১৬ ও ২৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২৫/১০/২০১৬ ও ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ ও ০১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং -১৭

শিরোনাম : **রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড পিএডির টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৫৮.৫৬ লক্ষ (টাকা চারশত আটান্ন দশমিক ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা।**

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের হিসাব ০৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ হতে নিরীক্ষাকালে শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড পিএডির টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংক কর্তৃক টাকা ৪,৫৮,৫৫,৬৪৬ ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পরিশিষ্টে বর্ণিত গ্রাহকদ্বয়কে বিভিন্ন সময় কেইস টু কেইস ভিত্তিতে রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার নীতিগত অনুমতি প্রদান করা হয়।
- পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত গ্রাহককে অন্য ব্যাংকের অনুরোধক্রমে মূল রপ্তানি এলসি না পাওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নামে বিবিএলসি সুবিধা প্রদান করেন। একাধিক এলসির জাহাজীকরণের তারিখের পর বিবিএলসির মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দিয়ে উক্ত এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়।
- গ্রাহক মালামাল রপ্তানি না করলেও এবং বিবিএলসির টাকা প্রদান না করা সত্ত্বেও একাধিকবার উক্ত এলসি সুবিধা প্রদান করে ক্রমান্বয়ে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত গ্রাহকদ্বয়ের নিকট হতে বিবিএলসির টাকা আদায় করতে না পারায় ফোর্সড পিএডির মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারীর টাকা পরিশোধ করা হয়। যা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলী অনুসরণ না করে ঋণ বিতরণ করা।
- প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাক টু ব্যাক এলসি প্রদান না করা।
- বার বার রপ্তানি ব্যর্থতা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান। অনেকক্ষেত্রে মালামাল জাহাজীকরণের তারিখের পর অনিয়মিতভাবে বিবিএলসি সুবিধা প্রদান।

ফলাফল :

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা (টাকা চার শত আটান্ন দশমিক ছাপ্পান্ন লক্ষ)। রপ্তানি ব্যর্থতা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদানের ফলে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- রপ্তানি ব্যর্থতায় জাহাজীকরণ হয় নাই বিধায় ব্যাক টু ব্যাক এর দায় রপ্তানি প্রসিডের পরিবর্তে ফোর্সড পিএডি করতে বাধ্য হয়।
- ট্রান্সফারি ব্যাংকের ট্রান্সফার এডভাইস এর ভিত্তিতে কনফার্মেশন পেয়ে রপ্তানি ঋণপত্র লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়।
- একটি এলসি রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় অন্য আর একটি এলসির মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। সেখানেও রপ্তানিকারক পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়।
- ব্যাংক চেষ্টা করেছে রপ্তানিকারককে নতুন এলসির মাধ্যমে দায় নিয়মিত করার কিন্তু রপ্তানিকারক বার বারই ব্যর্থ হয়। সেই কারণে ব্যাক টু ব্যাক দায় ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, জনতা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা এর পত্র নং- টিভি/অনলাইন/বিবি/১৩/১১৫ তাং- ২৭/০৩/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত ঋণপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী (চ)(৮) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন, জাহাজীকরণ এবং মূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে কিন্তু তা প্রতিপালন করা হয়নি।

- প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দায় আদায়ে কি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- ব্যর্থ গ্রাহককে বার বার সুযোগ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র। লিড টাইম না থাকায় বিবিএলসি সুবিধা প্রদান সঠিক হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অতিদ্রুত আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৮

শিরোনাম : **ক্রয়কৃত Foreign Document Bill Purchase (FDBP) এর টাকা আদায়/সমন্বয়ের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়/সমন্বয় না করায় সুদসহ অনাদায়ি ৮৯.৩২ লক্ষ (টাকা উননব্বই দশমিক বত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, খান এ সবুর রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ সালের হিসাব ১৪/২/২০১৬ হতে ২৪/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের এফডিবিপিসমূহ, এলসি ও এলসি রেজিস্টার, ফরেন ডকুমেন্টস ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ক্রয়কৃত Foreign Document Bill Purchase (FDBP) এর টাকা আদায়/সমন্বয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়/সমন্বয় না করায় সুদসহ ৮৯,৩২,৪৭৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- নিরীক্ষায় দেখা যায়, হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এই ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা মেসার্স ব্রাইট সী ফুডস লিঃ এর অনুকূলে বেলজিয়ামের ব্যাংকের এলসির বিপরীতে চিংড়ি রপ্তানির টাকা ৮৬,০২,৭০৬ এর FDBP নং- ২৬১/১৫ তারিখ: ২৩/৯/২০১৫ খ্রিঃ জনতা ব্যাংক লিঃ, খান এ সবুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা কর্তৃক ক্রয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকা ২ মাস মেয়াদে ২৩/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আদায়/সমন্বয়যোগ্য থাকা সত্ত্বেও আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট এর পত্র নং- এফটিডি/পলিসি/দন্ড সুদ(ডিমান্ড লোন-এফডিবিপি)/১৩, তারিখ: ১৪/৩/২০১৩ খ্রিঃ এর অনু- ০২ মোতাবেক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ২০০৯ অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না হলে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে। সাইট বিলের ক্ষেত্রে ২১ দিন পর ও ডেফার্ড/ইউজেন্স বিলের ক্ষেত্রে ম্যাচুরিটি ডেটের পর ওভারডিউ সুদ (বর্তমানে ১৫%) আরোপযোগ্য হবে এবং সকল বিলের ক্ষেত্রে ১২০ দিন পর হতে অতিরিক্ত ২% হারে দন্ড সুদ আরোপ করতে হবে।
- আলোচ্য বিলটি এ্যাট সাইট বিল হওয়ায় এবং ওভারডিউ সময়কাল ২১ দিনের অতিরিক্ত হওয়ায় ওভারডিউ সময়কাল ২৪/১১/১৫ হতে ২৩/২/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৯২ দিনের জন্য ১৫% হারে সুদসহ টাকা (৮৬০২৭০৬×৯২×১৫%÷৩৬০) = ৩,২৯,৭৭০ এবং টাকা ৮৬,০২,৭০৬ সর্বমোট টাকা ৮৯,৩২,৪৭৬ আদায়যোগ্য রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন এর শর্তাবলী পরিপালন না করা এবং প্রদানকৃত ঋণ আদায়েরও কোন তদারকি বা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করা ।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের ৮৯.৩২ লক্ষ টাকা (টাকা উননব্বই দশমিক বত্রিশ লক্ষ) আর্থিক ক্ষতি। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো। রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংক তথা দেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ২০০৯ অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না হলে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে। সাইট বিলের ক্ষেত্রে ২১ দিন পর ও ডেফার্ড/ইউজেন্স বিলের ক্ষেত্রে ম্যাচুরিটি ডেটের পর ওভারডিউ সুদ ১৫% হারে আরোপযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে FDBP এর টাকা আদায়/সমন্বয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না করায় উক্ত টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঋণের অর্থ আদায়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা এবং ২১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ সুবিধা প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব-নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৯

শিরোনাম : আমদানির বিপরীতে ডিমান্ড লোন প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ৪২৭৯.৩৩ লক্ষ (চার হাজার দুইশত উনআশি দশমিক তেত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, এম. কে. রোড শাখা, যশোর এর ২০১৪ সালের হিসাব ১৭/০২/২০১৬ হতে ০২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বিনিময় শাখার এলসি রেজিস্টার, আদায় রেজিস্টার, মঞ্জুরিপত্র ও সি এল বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ১০% মার্জিনে আমদানি এল সি স্থাপনপূর্বক বিদেশ হতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী আমদানির বিপরীতে ডিমান্ড লোন প্রদান করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৪২,৭৯,৩৩,২৮৩। বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯" এ দেখানো হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়,

- আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডকুমেন্ট ছাড় করার কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও ডকুমেন্ট ছাড় করা হয়েছে। আমদানিকারক মেসার্স এমকে ট্রেডার্স ইন্টারন্যাশনাল এর এলসি নং- ১৫০/১৫ এবং বিল অব একচেঞ্জ নং- ১৩/১১৩ এর দায় সৃষ্টি করা হয়েছে ০৫/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ। বিধি মোতাবেক ০৩/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ এর মধ্যে আদায়যোগ্য হলেও টাকা ২৭,০১,৮৮৮ দীর্ঘ প্রায় ০৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও আদায় করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪, তাং: ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং- ১ (বি) এবং ২ (এ) (।।) অনুযায়ী ডিমান্ড লোন পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরদিন থেকে Past Due / Over due হিসেবে গণ্য এবং ২ (এ) (৬) (।।।) অনুযায়ী ওভারডিউ ০৯ মাস বা তার বেশি হওয়ায় আলোচ্য ঋণগুলি শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ১০% মার্জিনে আমদানি এল সি স্থাপনপূর্বক বিদেশ হতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী আমদানির বিপরীতে ডিমান্ড লোন প্রদান করা। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডকুমেন্ট ছাড় করার কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও ডকুমেন্ট ছাড় করা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪২৭৯.৩৩ (চার হাজার দুই শত উনআশি দশমিক তেত্রিশ) লক্ষ। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকা সমন্বয়ের জন্য নিবিড় যোগাযোগ ও তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি অর্থ সমন্বয়ের জন্য নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে মর্মে বলা হলেও প্রায় ৩ (তিন) বছর ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত ঋণসমূহ যথা সময়ে আদায় না করায় উক্ত ঋণগুলি শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি এবং ১৬/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ সুবিধা প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব-নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

স্বাক্ষরিত

তারিখ: ২১/১১/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৫/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএএ)
মহাপরিচালক
শিল্প, বণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসুঃমুঃ-২০১৯-২০/৬৫৯৬কম/এ-৮০০বই, ২০২০।